পাহাড়ি অঞ্চলে
দেশী জাতের ভেড়া পালনের সম্ভাবনা

সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ণ ও সংরক্ষণ

(কম্পোনেন্ট এ, গবেষণা-২য় পর্যায়)

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১

প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের হতদরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। অন্যান্য গবাদিপ্রাণী ও হাঁস-মুরগির পাশাপাশি ভেড়া পালন দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১.৬৬% প্রাক্কলন করা হয়। যদিও জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অংশ স্বল্প, তবুও দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানি, আত্মকর্মস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তায় এর ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের দেশে ২০১৫-১৬ পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ভেড়ার সংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৩৫ হাজার। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৫ হাজারের অধিক ভেড়ার খামার গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রায় ৫০০০ খামার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিবন্ধনকৃত। ভেড়া প্রতিকুল পরিবেশে সহজেই লালন পালন করা যায় এবং খাবারের বাছবিচার ও মৃত্যুর হার ছাগলের চাইতে কম। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ভেড়া লালন পালনের প্রচলন ছিল না। যেহেতু ভেড়া চাড়ণ ভূমিতে চড়ে খেতে অভ্যস্থ এবং পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর পরিমান পতিত জমি রয়েছে, যেখানে পর্যাপ্ত ঘাস, বনজ লতা পাতা থাকায় পাহাড়ি অঞ্চলে ভেড়া লালন পালনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া ভেড়া পালনের খুবই উপযোগী। যেহেতু সমতল ভূমি বিভিন্ন কলকারখানা বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, কৃষি জমির দ্বারা দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাই পাহাড়ি অঞ্চলের অনাবাদি জায়গায় সমতল ভূমির ভেড়াকে খাপ খাওয়ানোর নিরীক্ষনের লক্ষ্যে গত চার বছর যাবত বিএলআরআই নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ভেড়ার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, দারিদ্রতা হ্রাসকরন ও স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএলআরআই কমিউনিটি খামারীদের মাঝে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত জাতের দেশীয় ভেড়া বিতরণের মাধ্যমে উক্ত জাতের ভেড়ার সম্প্রসারণ এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ সহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ ছাড়াও বিএলআরআই থেকে খামারীদের ভেড়ার নিয়মিত টীকাদান, ডিওয়ার্মিং, ডিপিং ও খোঁজাকরণসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করছে।

পাহাড়ি এলাকায় পালনরত ভেড়া

দেশীয় ভেড়ার পরিচিতি ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভেড়া সমূহকে কৃষি পরিবেশগত অবস্থান হিসেবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশের সর্বত্রই এদের পাওয়া গেলেও অঞ্চলভেদে সংখ্যার বৈচিত্র রয়েছে। রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর অঞ্চলকে বরেন্দ্রএলাকা; টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা অঞ্চলকে যমুনা অববাহিকা এবং নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, হাতিয়া, চট্টগ্রাম, লক্ষীপুরের চরাঞ্চলকে উপকুলীয়অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ।

বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া

যমুনা অববাহিকা এলাকার ভেড়া

উপকুলীয় এলাকার ভেড়া

বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ভেড়া পাহাড়ী এলাকায় খাপ খাওয়ানো এবং উৎপাদনশীলতার তুলনামুলক চিত্র

উৎপাদন বৈশিষ্ঠ্যবলী		আদর্শমান	কমিউনিটি এলাকা	বিএলআরআই ফার্ম এলাকা
বাচ্চার জম্মগত ওজন (কেজি)	পাঁঠা	১.৩	১.৫৩	১.৪৪
	ভেড়ী	১.১	১.৪১	১.৩৮
প্রাপ্ত ওজন (কেজি)	পাঁঠা	২৫.৫	২৬.৫৩	২৫.৯২
	ভেড়ী	২১.১	২২.৩২	২১.৫৬
দৈনিক বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন)		৭২	৭৫	৬৯
জন্মগত বাচ্চার সংখ্যা		১.৭	১.৭৫	১.৬৮
গর্ভকাল (দিন)		১৪৮	১৫৩	১৫৮

উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

ভেড়া সাধারণত চারণ ভূমিতে চরে খেতে অভ্যস্থ এবং প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত খাদ্য যেমন- ঘাস, লতাপাতা, খড়, নাড়া ইত্যাদি খায় এবং রোগ বালাই ও ছাগলের চেয়ে কম। বনজ লতাপাতা ও পতিত জমি বেশী থাকায় পাহাড়ি এলাকার দরিদ্র জনগন সহজেই এ অঞ্চলে ভেড়া লালন পালন করতে পারে। তাই সমতল ভূমির ভেড়াকে পাহাড়ি এলাকায় খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে 'বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা ও খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তি পরীক্ষণ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫০টি ভেড়া নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকার আশপাশের গ্রামের আগ্রহী, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত খামারীদের নির্দিষ্ট চুক্তিতে সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে ২য় পর্যায়ে ২০১৩ -১৪ অর্থবছরে বিএলআরআই কর্তৃক 'সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ণ ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট এ, গবেষণা-২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায় নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামারে ১০ টি ভেড়া ও ০২টি পাঁঠা এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবং বিএলআরআই এর মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ১২ জন নতুন খামারীকে সর্বমোট ৫৩ টি ভেড়া নির্দিষ্ট চুক্তিতে প্রদান করা হয়। পাহাড়ী এলাকায় দেশীয় ভেড়া পালনের প্রচলন শুরু করা, দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ভেড়ার মাংস জনপ্রিয়করণ করাই ছিল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

(ক) জীবন যাত্রার মাণের পরিবর্তন

এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ি এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা। ভেড়া পালনের পূর্বে কমিউনিটি খামারীরা শুধুমাত্র কৃষি পেশা ও বাড়ীতে হাঁস-মুরগি লালন পালনের উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীতে ভেড়া পালন খামারীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। গত ৪ বছরে বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ভেড়া লালন পালনের দ্বারা খামারীদের বিভিন্ন প্রয়োজন যেমন- চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা খাতে পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

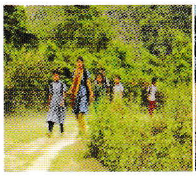

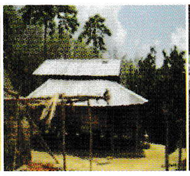
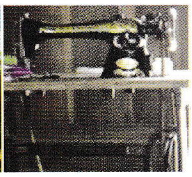

(খ) নারীর ক্ষমতায়ন

এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভেড়া লালন পালনের মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলের দরিদ্র ও দুস্থ মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বি করা। কমিউনিটি খামারীদের ৬০ ভাগের মত নারী এবং তারা পরিবারের পুরুষদের পাশাপাশি পারিবারিক অর্থনৈতিক আয়ে সক্রিয় অংশগ্রহন করছে যার মাধ্যমে সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা সহ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

কেইস স্টাডিঃ ০১

এক্রাচিং চাক অত্র প্রকল্পের একজন সফল খামারী যিনি নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় চাক হেডম্যান পাড়ায় বসবাস করেন। তার স্বামী অং থোয়াইং চুং পেশায় একজন দিন মজুর, যিনি বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকেন। তিনি গত ০৬.০৯.২০১২ সালে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত জাতের দেশীয় ০৪ টি ভেড়া ও ০১ টি পাঁঠা বিএলআরআই থেকে

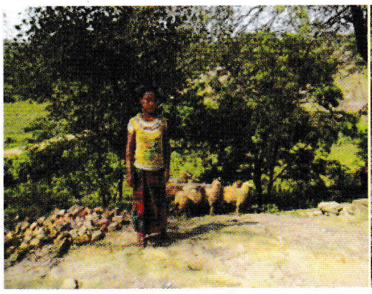

পাহাড়ি মহিলা খামারী

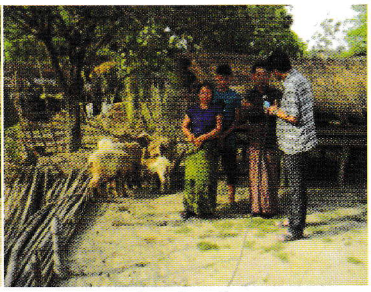

পাহাড়ি খামারী এক্রাচিং চাক

নির্দিষ্ট চুক্তিতে গ্রহন করেন এবং পরবর্তীতে উক্ত ভেড়া বিএলআরআই কে ফেরত দিয়ে দেন (চুক্তি অনুযায়ী)। বিএলআরআই থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার উপর ট্রেনিং ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে ভেড়া লালন পালন করে আজ তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং স্বামীর পাশাপাশি তিনি নিজেও সংসারের আয়ে সরাসরি অংশগ্রহণ করছেন।

কেইস স্টাডিঃ ০২

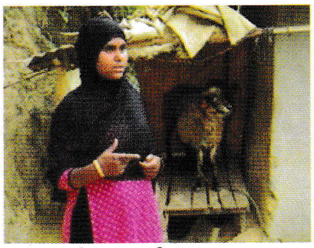

পাহাড়ি এলাকার খামারী জুলেখা বেগম

জুলেখা বেগম এই প্রকল্পের একজন সফল খামারী। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার গিলাতলী গ্রামে স্বামী ও ০২ ছেলে মেয়ে সহ বসবাস করেন। তার স্বামী মোঃ ইউনুস আলী পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রী। এ প্রকল্প থেকে ভেড়া গ্রহণের আগে জুলেখা বেগম আর্থিক ঋণে জর্জরিত ছিলেন। বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ভেড়া লালনপালন করে আজ তিনি সফল খামারী। ভেড়া বিক্রির টাকা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ সহ অন্যান্য কিছু কাজ যেমন,জমি বর্গা নেয়া, ঘর মেরামত ও সংসারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক কোরবানী মৌসুমে তিনি ১/২ টি ভেড়া অপেক্ষাকৃত বেশী দামে বিক্রয় করেন। তিনিও মনে করেন, বিএলআরআই এর উন্নত জাতের ভেড়া লালন পালন করে পাহাড়ি এলাকায় জীবনযাত্রার মাণ উন্নয়ন সম্ভব এবং মহিলাদের আয়ের একটি ভালো উৎস।

(গ) দারিদ্র হ্রাসকরণ

পাহাড়ি এলাকায় দারিদ্রতার হার কমাতে ভেড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যে সকল খামারীদের গাভী পালন করার সামর্থ্য নেই, তারা অনায়াসাই বাড়ীতে ২-৩টি ভেড়া পালন করতে পারে। অত্র প্রকল্প থেকে যে সকল খামারীদের ভেড়া দেয়া হয়েছিল, তাদের গত ৪ বছরের আয়-ব্যয়ের বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, ভেড়া পালনের দ্বারা এ সকল খামারীদের বাৎসরিক আয় বেড়েছে।

টেবিলঃ বাৎসরিক গড় আয় (BDT)

বাৎসরিক আয় ও আয়ের পরিবর্তন	ভেড়া পালনের আগে (BDT)	ভেড়া পালনের পরে (BDT)
বাৎসরিক আয়	১,২৬,৩৭৫	১,৫৬,৭৫০
আয়ের পরিবর্তন	৩০,৩৭৫ (২৪%)	

টেবিলঃ বাৎসরিক গড় ব্যয় (BDT)

বাৎসরিক ব্যয় ও ব্যয়ের পরিবর্তন	ভেড়া পালনের আগে (BDT)	ভেড়া পালনের পরে (BDT)
বাৎসরিক ব্যয়	১,০৮,৮১৭	১,৪৫,৫০৭
আয়ের পরিবর্তন	৩৬,৬৯০ (৩৩%)	

টেবিলঃ ভেড়া পালনের লাভ লোকসানের হিসাব (BDT)

ফলাফল (BDT)	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	গড়
BCR (ভেড়ার প্রাথমিক মূল্য বাদে)	১১৭	১৫৭	১৭০	২১৫	১৩৫.৮২
BCR (ভেড়ার প্রাথমিক মূল্য সহ)	১০৭.৩৬	১৫৭	১৭০	২১৫	১৬১.৮

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যসমূহ

(ক) প্রশিক্ষণ প্রদান/উঠান বৈঠক/ মত বিনিময়

কমিউনিটি খামারীদের আধুনিক পদ্ধত্বিতে ভেড়া পালন ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে, বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান , উঠান বৈঠক ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

(খ) অন-ফার্ম ট্রেনিং

খামারীদের বাড়িতে গিয়ে ভেড়ার বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাপনা সেবা যেমন, খাদ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া (সাইলেজ, হে, ইউএমএস ইত্যাদি), শেয়ারিং করা, কৃমি নাষক ঔষধ খাওয়ানো, ডিপিং করানো ও অন্যান্য চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(গ) বিএলআরআই কর্তৃ উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ঘাস চাষ

নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামারে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ঘাসের (যেমন: নেপিয়ার-৪, জাম্বু, পাকচং, পারা ইত্যাদি) জার্মপ্লাজম ব্যাংক তৈরী করা হয় এবং উক্ত ঘাসের কাটিং কমিউনিটি ও অন্যান্য খামারীদের নিকট বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

(ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই কর্তৃক ভেড়া প্রদান কর্মসূচী

পাহাড়ি এলাকায় ভেড়া পালনে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবং বিএলআরআই এর মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ১২ জন নতুন খামারীকে সর্বমোট ৫৩ টি ভেড়া নির্দিষ্ট চুক্তিতে প্রদান করা হয়।

(ঙ) প্রকল্পের গবেষকদের মাঠ সমীক্ষা

বছরের বিভিন্ন সয়মে প্রকল্পের গবেষক কর্তৃক মাঠ সমীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহতি ছিল।

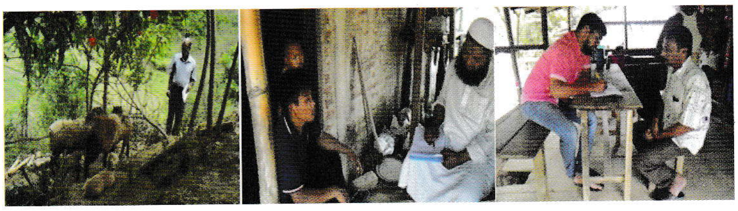

সীমাবদ্ধতা

(ক) শিক্ষার অভাব/শিক্ষা সল্পতা

এই প্রকল্পের কমিউনিটি খামারীদের বেশীর ভাগই অশিক্ষিত এবং প্রথাগত ব্যবস্থাপনার উপর প্রবল বিশ্বাসের কারণে নতুন প্রযুক্তি বাস্তবায়নে সমস্যা তৈরী হয়েছে। প্রশিক্ষণের পরে ও কিছু কিছু খামারী প্রযুক্তি অনুসরণ করেননি।

(খ) দুর্গম পথ

কিছু কিছু খামারীদের বাসস্থান পাহাড়ের অনেক তাদের কাছে যাওয়া সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে তারা বিএলআরআই এর সেবা থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়।

দুর্গম পাহাড়ি পথ

(গ) চুক্তি ভঙ্গকরণ

কিছু খামারী চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের ভেড়া বিক্রি করে দেয় এবং ছোট ছোট বাচ্চা ভেড়া কম মূল্যে বিক্রি করে দেয়। এছাড়াও চুক্তিতে না থাকলেও কমিউনিটির বাইরের খামারীদের নিকট ভেড়া বিক্রি করে, যার ফলে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

(ঘ) অন্যান্য

অসুস্থ ভেড়ার সময় মত চিকিৎস্যা না দেয়া, ভেড়া বাজারজাত করণের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

(ক) কমিউনিটি খামারীদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ১০০ তে উন্নীত করা।
(খ) সুনির্দিষ্ট বাজারজাতকরণের চ্যানেলর তৈরী করা।
(গ) নির্দিষ্ট সংখ্যক খামারী ও ভেড়া উৎপাদনের উপর নির্ভর করে কমিউটিনিতে একটি কেন্দ্রীয় কসাই খানা নির্মাণ করা।
(ঘ) ভেড়া লালন পালনকে অন্যান্য পার্বত্য এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া।

প্রধান গবেষণা সমন্বয়কারী

ড. তালকুদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

গবেষণায়

ড. মো: আজহারুল ইসলাম তালুকদার, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মো: আবু হেমায়েত, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মো: আশাদুল আলম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মো: মোখলেছুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ডা. সৈয়দ ছাকিবুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনায়

ড. মো: এরসাদুজ্জামান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
প্রকল্প পরিচালক, সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ণ ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট এ, গবেষণা-২য় পর্যায়)

বিএলআরআই প্রকাশানা নং- ২৮৯
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ
প্রথম সংস্করণ ঃ ১০০০ (এক হাজার) কপি
প্রকাশনায় ঃ সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ণ ও সংরক্ষণ প্রকল্প